যুগান্তর

তারিখ 30 AUG 2016
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৩

পাঁচ সহস্রাধিক শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিতে পারছে না

ভবদহের মানুষের আকুতি, পানি সরাও মানুষ বাঁচাও

ইন্দ্রজিৎ রায়, আজিজুর রহমান ও মোতাহার হোসেন, *যশোর ব্যুরো*

ভবদহে জলাবদ্ধতার কারণে পাঁচ সহস্রাধিক শিক্ষার্থী সমাপনী পরীক্ষা দিতে পারছে না। টানা বর্ষণের পর জলাবদ্ধতায় দুই সপ্তাহের বেশি সময় ধরে যশোরের মনিরামপুর, অভয়নগর ও কেশবপুর উপজেলার তিন শতাধিক স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় পাঠদান ও পরীক্ষা বন্ধ রয়েছে। ভবদহ স্লুইস গেট দিয়ে ২৭ বিলের পানি নিষ্কাশিত না হওয়ায় মনিরামপুর ও অভয়নগর উপজেলায় এবং ভদ্রা ও হরিহর নদীতে পলি জমে কেশবপুর উপজেলায় জলাবদ্ধতা দেখা দিয়েছে। দুই দফার ভারি বর্ষণে তিন উপজেলার আড়াইশ'র বেশি গ্রামের তিন লক্ষাধিক মানুষ পানিবন্দি হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছে। এদিকে সোমবার ভবদহ এলাকার ২৭ বিলের পানি নিষ্কাশনের জন্য ভবদহ স্লুইস গেটের পলি অপসারণের কাজ শুরু হয়েছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এটি দীর্ঘমেয়াদি নয়, আপদকালীন হিসেবে বন্যাকবলিত মানুষের ঘরবাড়িতে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করা হচ্ছে। ■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

সহস্রাধিক শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিতে পারছে না

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

স্থায়ী জলাবদ্ধতা নিরসনে টাইডাল রিভার ম্যানেজমেন্টের (টিআরএম) বিকল্প নেই। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্র জানায়, ২৮ আগস্ট থেকে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার্থীদের মডেল টেস্ট শুরু হয়েছে। জেলার অন্য উপজেলায় পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলেও তিনটি উপজেলায় হচ্ছে না। জলাবদ্ধতা ও আশ্রয় কেন্দ্র খোলায় তিন উপজেলার ১৪৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরীক্ষা নেয়া সম্ভব হচ্ছে না। এর মধ্যে মনিরামপুরের ৫০টি, কেশবপুরের ৭৫টি ও অভয়নগরের ২৩টি রয়েছে। বিদ্যালয়গুলোতে ৫ হাজার ১৮০ জনের বেশি সমাপনী পরীক্ষার্থী রয়েছে। সমাপনী পরীক্ষার প্রস্তুতি হিসেবে জেলায় শুরু হওয়া মডেল টেস্ট পরীক্ষায় অংশ নিতে পারছে না তারা। আগামী নভেম্বরে প্রাথমিক সমাপনী অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষার প্রস্তুতিতে পিছিয়ে পড়ার আশংকা শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের। এ ব্যাপারে যশোর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার তাপস কুমার অধিকারী জানিয়েছেন, পানি সরে গেলে সুবিধামতো সময়ে তাদের পরীক্ষা নেয়া হবে। মডেল টেস্ট পরীক্ষা সমাপনী পরীক্ষার প্রস্তুতি হিসেবে নেয়া হয়। পরে পরীক্ষা নিলে কোনো অসুবিধা হবে না।

মনিরামপুর (যশোর) প্রতিনিধি আবদুল আলীম জানিয়েছেন, এদিকে মনিরামপুরের ভবদহের পলি অপসারণের কাজ শুরু হয়েছে। সোমবার একটি ভাসমান এক্সকেভেটর দিয়ে পলি অপসারণের কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের ভবদহ পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের দামুরখালী ২১ ভেন্টের কাছ থেকে দক্ষিণে ছয় কিলোমিটার চ্যানেল ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে পানির অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করতে মাসব্যাপী খনন কাজ পরিচালনা করতে হবে বলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। দু-এক দিনের মধ্যে মনিরামপুর, অভয়নগর, কেশবপুর, ডুমুরিয়া ও ফুলতলা উপজেলার বন্যাকবলিত এলাকার পানি নামতে শুরু করবে বলে আশা প্রকাশ করেন স্থানীয়রা। পলি অপসারণ কাজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন স্থানীয় সংসদ সদস্য স্বপন ভট্টাচার্য। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আমজাদ হোসেন লাভলু এবং মনিরামপুর পৌর মেয়র ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আলহাজ কাজী মাহমুদুল হাসান। উপস্থিত ছিলেন অভয়নগর উপজেলা সাবেক চেয়ারম্যান আবুল মালেক, মনোহরপুর ইউপি চেয়ারম্যান মশিউর রহমান, পায়রা ইউপি চেয়ারম্যান বিষ্ণুপদ দে প্রমুখ।

ভবদহ অঞ্চলের মানুষ জলাবদ্ধতা থেকে মুক্তি চায়। 'পানি সরাও আগে বাঁচি। ছেলে-পেলে নিয়ে রাস্তার ওপরে এভাবে তো আর বেঁচে থাকা যায় না। ডিসেম্বরে ফিরে যাব,' বললেন নজির মোড়ল। রুবিয়া খাতুন বললেন, 'বাড়িঘর ফেলে রাস্তার ওপরে আছি। আগে পানি সরিয়ে বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা হোক।' নজির মোড়ল ও রুবিয়া খাতুনের পরিবার পানিবন্দি যশোর-কেশবপুর সড়কে টং করে আশ্রয় নিয়েছে। এখানে তাদের মতো অন্তত ৭০০ পরিবার মানবেতর জীবনযাপন করছে। একই অবস্থা মনিরামপুর, কেশবপুর ও অভয়নগর উপজেলার তিন লক্ষাধিক পানিবন্দি মানুষের। পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) কেশবপুরের উপসহকারী প্রকৌশলী আবদুল মোতালেব জানান, জলাবদ্ধতা নিরসনে হরিহর, আপার ভদ্রা, বুড়িভৈরব নদের সংযোগস্থল থেকে দক্ষিণে ৮ কিলোমিটার কাশিমপুরে শ্রী নদীর সংযোগস্থল পর্যন্ত ড্রেজিং করে পলি অপসারণ করা হবে। একটি ড্রেজিং মেশিন আনা হয়েছে। আশা করছি, মঙ্গলবার (আজ) থেকে কাজ শুরু হবে। সোমবার ভবদহের ২৭ বিলের পানি নিষ্কাশনের জন্য ভবদহ স্লুইস গেটের পলি অপসারণের কাজ শুরু হয়েছে। ৩টি উভচর (এমফিভিএন) মেশিনে পলি অপসারণের কাজ শুরু করা হয়। পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) যশোরের নির্বাহী প্রকৌশলী প্রবীর কুমার গোস্বামী বলেন, পলি অপসারণের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা নিরসনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এটি স্বল্পমেয়াদি কাজ। এতে বন্যাকবলিত মানুষ উপকৃত হবে। তবে স্থায়ী জলাবদ্ধতা নিরসনে টিআরএমের বাস্তবায়ন জরুরি।